তারিখ 15 JUN 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

দৈনিক ইত্তেফাক

97

শিক্ষকদের আহ্বানে ঢাকায় ৮ ঘন্টা হরতাল পালিত

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বানে গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা মহানগরীতে ৬-২টা হরতাল পালিত হয়। বেসরকারী শিক্ষকদের পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বেতন স্কেল প্রদান ও চাকুরী জাতীয়করণসহ ১৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে এই হরতাল আহ্বান করা হয়। হরতাল চলাকালে নগরীতে রিকশা ছাড়া অন্য কোন যানবাহন চলে নাই। দোকান-পাট বন্ধ ছিল। নগরীর তিনটি বাস টার্মিনাল হইতে গতকাল হরতাল চলাকালে দূরপাল্লার কোন বাস ছাড়ে নাই। লঞ্চ ও ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল। ধর্মঘটরত শিক্ষকরা গতকাল নগরীর রাস্তায় রাস্তায় পিকেটিং করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের গাড়ীও আটকাইয়া পরিচয়পত্র পরীক্ষা করিয়াছেন। পিকেটিংয়ের ফলে প্রেসক্লাবের সামনে ও পুরানা পল্টন মোড়ে রিকশা চলাচল করিতে পারে নাই। পথে পথে শিক্ষকরা হরতালের সমর্থনে খন্ড মিছিল বাহির করেন। শিক্ষক নেতা কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে শিক্ষকদের মিছিল বঙ্গবন্ধু এভেনিউ ও মতিঝিলসহ বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। আওয়ামী লীগ, বাসদ (মাহবুব) ও জাগপা হরতালের সমর্থনে মিছিল বাহির করে। (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

হরতাল পালিত

(১ম পৃঃ পর)

সকাল সাড়ে ৮টায় মতিঝিল শাপলা চত্বরে শিক্ষকদের মিছিলে একদল লোক ধাওয়া করে। মিছিলকারীরা এ সময়ে সেখান হইতে ফিরিয়া যায়। সকাল পৌনে ৯টায় কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে শিক্ষকদের আরেকটি মিছিল সেখানে পৌছিলে পুনরায় হামলা হয়। এ সময়ে হামলাকারীরা শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল গালাগাল ও ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। হামলাকারীরা হরতালের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। সকাল সাড়ে ১০টায় মালিবাগে শিক্ষকদের মিছিলে হামলা হয়।

গতকালের হরতাল চলাকালে মতিঝিলের অফিসপাড়া ছিল নীরব। সচিবালয়ে উপস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক থাকিলেও কাজ তেমন হয় নাই। ব্যাংকসমূহে লেনদেনও ছিল প্রায় বন্ধ। হরতাল চলারকালে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষকদের কোথাও কোন সংঘর্ষ হয় নাই। কেহ গ্রেফতারও হয় নাই।